

হুনাইনের যুদ্ধ ও তায়েফ অবরোধ

সীরাতে ইবনে হিশাম
ইবনে হিশাম

প্রকাশনাঃ সরল পথ ১৪৩২ হিজরি

‘হুনাইনের দিনকে স্মরণ করো, যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে তুষ্ট ছিলে; কিন্তু তাতে তোমাদের কোনো কাজ হয়নি;
বরং জমিন প্রশস্ত থাকা সত্ত্বেও তা তোমাদের জন্যে সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালিয়েছিলো
অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূল এবং মুসলমানদের ওপর নিজের তরফ থেকে সাভুনা ও প্রশান্তির ভাবধারা নাযিল করলেন এবং
তোমরা দেখতে পাওনি এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করে কাফিরদের শাস্তি দিলেন। কাফিরদের জন্যে এমনি শাস্তিই নির্ধারিত।’ (সূরা
তাওবাঃ ২৫,২৬)

হুনাইনের যুদ্ধ | ৮ম হিজরী

হাওয়াযিন গোত্র রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা বিজয়ের কথা শুনে মালিক ইবনে আওফের নেতৃত্বে সংঘবদ্ধ হলো। হাওয়াযিনের সাথে বনু সাকীফ, বনু নাসর, বনু জুশাম ও বনু সা'দের সকলে ও বনু হিলালের লোকও সংঘবদ্ধ হলো। বনু সা'দ ও বনু হিলালের এই মুষ্টিমেয় লোক ছাড়া বনু কায়েসের আর কেউ এই সেনা সমাবেশে অংশগ্রহণ করেনি।

বনু জুশাম গোত্রে দুরাইদ ইবনে সাম্মা একজন প্রবীণ লোক ছিল। সে যুদ্ধ সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী ছিল। যুদ্ধের পরামর্শ দেয়া ছাড়া তার আর কোন কিছু করার ছিল না। বনু সাকীফের দুজন সরদার ছিল। তাদের মিত্রদের মধ্যে ছিল কারেব ইবনে আসওয়াদ আর বনু মালিকের ছিল যুলখিমার সুবাই ইবনে হারেস এবং তার ভাই আহমার ইবনে হারেস। তবে মালিক ইবনে আওফ নাসারী ছিল গোটা বাহিনীর সর্বোচ্চ অধিনায়ক।

মালিক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে আক্রমণ পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিলে তার বাহিনীর লোকদের প্রত্যেককে নিজ নিজ স্ত্রী, সন্তান ও অস্ত্রাবর সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যেতে বাধ্য করলো, আওতাস উপত্যকায় পৌঁছলে তার কাছে দুরাইদ ইবনে সাম্মা সহ বিপুল জনতা সমবেত হলো। দুরাইদ আওতাস উপত্যকায় পৌঁছে তার লোকজনকে জিজ্ঞেস করলো, “এটা কোন জায়গা?” সবাই বললো, ‘আওতাস’। সে বললো, “হ্যাঁ, এটা যুদ্ধের উপযুক্ত জায়গা বটে। বেশি উঁচুও না, প্রস্তরময়ও না, আবার খুব বেশি নরমও না। তবে উট, ছাগল ও গাধার ডাক, আর শিশুদের কান্নাকাটি শুনতে পাচ্ছি কেন?” সবাই বললো, “মালিক ইবনে আওফ তার বাহিনীর লোকদের সাথে তাদের ধনসম্পদ ও স্ত্রী-পুত্র নিয়ে আসতে বাধ্য করেছে”। সে বললো, “মালিক কোথায়?” মালিককে ডেকে আনা হলো। দুরাইদ বললো, “ওহে মালিক, তুমি নিজ গোত্রের পরিচালক ও নেতা। আজকের দিনের পরেও কত দিন আসবে তার শেষ নেই।

এখানে উট, গাধা ও ছাগলের ডাক ও শিশুর কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি

কেন?” মালিক বললো, “আমি লোকজনের সাথে তাদের পরিবার পরিজন ও সহায়-সম্পদও নিয়ে এসেছি।” দুরাইদ বললো, ‘কেন?’ মালিক বললো, “প্রত্যেকের পেছনে তার পরিবার পরিজন ও সহায় সম্পদ থাকবে এবং তাদেরকে রক্ষা করার জন্য সে প্রাণপণে লড়াই করবে। রণাঙ্গন ছেড়ে কেউ পালাবে না।” দুরাইদ মালিকের যুক্তিতে অসন্তোষ প্রকাশ করে বললো, “আসলে তুমি দেখছি মেষ পালকের মতই (বুদ্ধি রাখ, সেনানায়কের মত নয়)। যে পরাজিত হয়, তার কি আর কোন কিছুতে লাভ হয়? যুদ্ধে যদি পরাজয় ঘটে তাহলে নিজের বিপর্যয়ের সাথে সাথে নিজের পরিবার পরিজন এবং ধন সম্পদও গোল্লায় যাবে।”

দুরাইদ পুনরায় বললো, “বনু কাব ও বনু কিলাবের খবর কি?” মালিক বললো, “তাদের কেউ যুদ্ধে আসেনি।” দুরাইদ বললো, “তাহলে তো আসল লড়াকু বীর সিপাহীরাই আসেনি। আজ যদি সত্যিকার বিজয় ও গৌরব লাভের সুযোগ থাকতো তাহলে বনু কাব ও কিলাব অবশ্যই আসতো। আমার মনে হয়, বনু কাব ও কিলাব যেটা করেছে, তোমাদের তা অনুসরণ করা উচিত ছিল। আচ্ছা তোমাদের সাথে উল্লেখযোগ্য যোদ্ধাদের কে কে এসেছে?” লোকেরা বললো, “আমর ইবনে আমের ও আওফ ইবনে আমের।” দুরাইদ বললো, “ওরা দুর্বল যোদ্ধা, ওদের দিয়ে কোন লাভও হবে না, ক্ষতিও হবে না। হে মালিক শোনে, হাওয়াযিন গোত্রকে শত্রুর মুখে নিষ্ক্ষেপ করে তুমি কোন ভাল কাজ করনি। তাদেরকে তাদের নিজ নিজ নিরাপদ স্থানে পাঠিয়ে দাও। তারপর এই মুসলমানদের সাথে তোমার অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে লড়াই কর। তুমি যদি জয়লাভ কর তাহলে পরে এসে তারা তোমার সাথে যোগ দেবে। আর যদি হেরে যাও তাহলে অন্ততঃ তোমার লোকদের পরিবার পরিজন ও ধনসম্পদ রক্ষা পাবে।” মালিক বললো, “না; এটা আমি করবো না। তুমি নিজে যেমন বুড়ো হয়েছ, তোমার বুদ্ধিও তেমনি জরা ব্যাধিগ্রস্ত হয়েছে। হে হাওয়াযিন জনতা, তোমরা হয় আমার আনুগত্য করবে নতুবা আমি এই তরবারী নিয়ে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে একাই লড়ে যাবো।” আসলে দুরাইদের কথামত কাজ করে তার খ্যাতি বা তার বুদ্ধিমত্তার সুনাম হোক এটা মালিকের মনঃপূত ছিল না। সমবেত যোদ্ধারা মালিকের আনুগত্য করার অঙ্গীকার করলো। দুরাইদ বললো, “আমি আজকের এ যুদ্ধে অংশ নিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিতে রাজী নই।” সে কবিতার ছন্দে বললো :

“হায়! আমি যদি এ যুদ্ধের সময় তরুণ থাকতাম

তাহলে হরেক রকমের রণকৌশল দেখাতাম। বিরাটকায়

পাহাড়ী ছাগল সদৃশ লম্বা চুলওয়ালা বাহিনী পরিচালনা করতাম।”

অতঃপর মালিক বললো, “মুসলিম বাহিনীকে দেখা মাত্রই তরবারী খাপমুক্ত করে একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে।”

হাওয়াযিনের এই রণপ্রস্তুতির কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল্লাহ ইবনে আবু হাদরাদ আসলামীকে কৌশলে তাদের ভেতরে ঢুকে তথ্য সংগ্রহ করে আনতে পাঠালেন। আবদুল্লাহ তাদের ভেতরে ঢুকে তথ্য সংগ্রহ করে এসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম হাওয়াযিনের মুকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই সময় তাঁকে জানানো হলো যে, সাফওয়ান ইবনে উমাইয়ার কাছে অনেক অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম রয়েছে। সাফওয়ান তখনও মুশরিক। তার কাছে লোক পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জামাদি ধার চাইলেন শত্রুর সাথে লড়াই করার জন্য। সাফওয়ান জিজ্ঞেস করলো, “মুহাম্মদ, তুমি এগুলো কেড়ে নিচ্ছে নাকি?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “না, ধার নিচ্ছি এবং গ্যারান্টি দিচ্ছি যে, এগুলো তোমাকে ফেরত দেয়া হবে।” সে বললো, “আমার আপত্তি নেই।” অতঃপর সে একশ’টা বর্ম ও তার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্ত্র ধার দিল। কথিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ঐসব অস্ত্র পরিবহণের ব্যবস্থা করারও অনুরোধ জানান এবং সে যথাযথভাবে তারও ব্যবস্থা করে।

পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে দুই হাজার এবং মক্কা বিজয়ের সময় তাঁর সাথে মদীনা থেকে আগত দশ হাজার সাহাবীসহ মোট বারো হাজার সৈন্য নিয়ে অভিযানে বের হলেন। এই সময় অবশিষ্ট মক্কাবাসীর জন্য তিনি আত্তাব ইবনে উসাইদকে মক্কার শাসক নিযুক্ত করেন এবং নিজে সৈন্যে হাওয়াযিনের মুকাবিলায় অগ্রসর হন।

হারেস ইবনে মালিক থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইন অভিযানে বের হলাম। আমরা সবেমাত্র জাহিলিয়াত থেকে মুক্ত হয়েছি এবং জাহিলিয়াতের রসম রেওয়াজকে তখনো পুরোপুরি ছাড়তে পারিনি। যাতু আনওয়াত নামক একটা বিরটকায় সবুজ সতেজ গাছ ছিল। কুরাইশ কাফিরগণ এবং অন্যান্য আরবরা প্রতিবছর ঐ গাছের কাছে আসতো, গাছের ডালে অস্ত্রশস্ত্র ঝুলিয়ে রেখে একদিন তার ছায়ায় অবস্থান করতো এবং সেখানে জন্তু জবাই করতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হুনাইনে যাওয়ার পথে একটা বড় গাছ দেখে আমরা বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! কাফিরদের যেমন যাতু আনওয়াত আছে, তেমনি আমাদেরও একটা যাতু আনওয়াত গ্রহণ করুন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আল্লাহ আকবার, মূসার (আ) জাতি তাঁকে যেমন বলেছিল, কাফিরদের যেমন দেবদেবী আছে আমাদের জন্যও তেমনি একজন দেবতা গ্রহণ করুন,— তোমাদের এ উজ্জিটাও তেমনি। এগুলো পুরনো প্রথা। তোমরা প্রাচীন প্রথাকে আঁকড়ে ধরে থাকতে চাচ্ছে।”

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমরা হুনাইন প্রান্তরের কাছাকাছি এলাম, এবং তিহামার একটি প্রশস্ত পার্বত্য উপত্যকার মধ্য দিয়ে নেমে চলতে লাগলাম। তখনো ভোরের আলো দেখা দেয়নি। শত্রু সেনারা আমাদের আগেই ঐ উপত্যকায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং সংকীর্ণ দুর্গম গিরিগুহায় ও তার আশেপাশে লুকিয়ে আমাদের জন্য ওত পেতে ছিল। তারা পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষমান ছিল। আমরা সম্পূর্ণ নিঃশংকচিত্তে গিরিপথ দিয়ে নেমে চলেছি— এই সময় হঠাৎ তারা একযোগে আমাদের ওপর প্রচণ্ড হামলা চালালো। হামলার আকস্মিকতায় হতবুদ্ধি হয়ে আমাদের লোকেরা যে যেদিকে পারলো উঠিপাড়ি করে ছুটে পালাতে লাগলো এবং একজন আর একজনের প্রতি কোন জ্ঞক্ষেপই করলো না। কারো দিকে কারো বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করার যেন ফুরসত নেই।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ডান দিকে সরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগলেন, “হে সৈনিকরা! তোমরা কোথায় যাচ্ছে? আমার কাছে এসো। আমি আল্লাহর রাসূল। আমি আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদ। কিসের জন্য উটের ওপর উট হুমড়ি খেয়ে পড়েছে?” কিন্তু স্বল্পসংখ্যক মুহাজির, আনসার ও পরিবারভুক্ত লোক ছাড়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কেউ থাকলো না। সবাই চলে গেল।

ইবনে ইসহাক বলেন : মুসলিম বাহিনীর লোকেরা রণেভঙ্গ দিয়ে পালিয়ে গেলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অবস্থানকারী মক্কার কিছু পাষণ্ড প্রকৃতির লোক পরাজয় অবশ্যম্ভাবী মনে করে নানা রকম কথাবার্তা বলতে লাগলো। আবু সুফিয়ান ইবনে হারব বললো, “সমুদ্রের উপকূল পর্যন্ত গেলেও এদের পরাজয় শেষ হবে না।” লটারী, ভাগ্য গণনা ও জুয়া খেলার কাজে ব্যবহার্য তীর তখনো আবু সুফিয়ানের কাছেই ছিল।

জাবালা ইবনে হাম্বল চিৎকার করে বললো, আজ মুহাম্মাদের যাদুর ক্ষমতা শেষ হলো!” শাইবা উসমান বললো, “ঐ দিন আমি স্থির করলাম যে, মুহাম্মাদকে হত্যা করে কুরাইশদের সমস্ত খুনের বদলা নেব। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে আমি যেই রাসূলুল্লাহর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটবর্তী হয়েছি, অমনি কি একটা ভয়ংকর বস্তু আমার সামনে এসে আড় হয়ে দাঁড়ালো, তা আমার মনকে আছন্ন করে ফেললো এবং তাকে হত্যা করতে পারলাম না। আমি উপলব্ধি করতে পারলাম যে, তাঁকে আঘাত করা আমার সাধ্যাতীত।”

মক্কাবাসীদের একজন আমাকে জানিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনের পথে মক্কা ত্যাগ করার পরপরই আল্লাহর সৈনিকদের বিপুল সংখ্যা দেখে তিনি বলেছিলেন, “আজকে আর যাই হোক, সংখ্যা স্বল্পতার কারণে আমরা পরাজয় বরণ করবো না।”

আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) বলেন : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাঁর সাদা খচ্চরটির লাগাম ধরে বসেছিলাম। আমি খুব মোটাসোটা ও বুলন্দ কণ্ঠের অধিকারী ছিলাম। ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে মুসলিম সৈনিকদের উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে লোকেরা, আমি তোমাদেরকে কারো প্রতি ফিরে তাকাতে দেখছি না!” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বললেন, “আব্বাস! চিৎকার করে এভাবে ডাক দাও : ‘হে আনসারগণ! ওহে বাবুল বৃক্ষের নীচে অংগীকারদাতাগণ!’”

আমি আদেশ অনুসারে ডাকতে লাগলে প্রত্যেকে লাঝায়েক বলে সাড়া দিতে লাগলো। এই সময় অশ্বারোহী সাহাবীদের কেউ কেউ ছুটন্ত ও পলায়নরত উটের গতি ফিরাতে ব্যর্থ হয়ে বর্ম দিয়ে তার স্কন্ধে আঘাত করেন। তাতেও ফিরাতে না পেরে অস্ত্র নিয়ে উট থেকে নেমে আসেন এবং উটকে ছেড়ে দেন। অতঃপর যেদিক থেকে আওয়াজ আসছে সেদিকে এগিয়ে যান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট

পৌছে যান। এভাবে একশ' জনের মত সাহাবী জমায়েত হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন এবং তুমুল যুদ্ধে লিপ্ত হলেন।

প্রথমে “হে আনসারগণ” বলে ডাকা হতে থাকে। পরে শুধু “হে খায়রাজ” বলে ডাকা শুরু হয়। কেননা খায়রাজ রণাঙ্গনে দৃঢ়চিত্ত বলে আরবদের কাছে সুপরিচিত ছিল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়রাজের বাহিনী নিয়ে এগুতে থাকেন। তারপর রণাঙ্গনের দিকে তাকিয়ে দেখেন, প্রচণ্ড সংঘর্ষ চলছে। তা দেখে বললেন, “এবার রণাঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।”

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন :

হাওয়াযিন গোত্রীয় সেনাপতি উটের ওপর সওয়ার হয়ে লড়াই করছিল। এই সময় আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও জনৈক আনসার তার দিকে ধেয়ে গেলেন এবং তার উটের পায়ে আঘাত করলেন। উট পিছনে ভর করে বসে পড়লো। তখন আনসারী সেনাপতিকে আঘাত করে হাঁটুর নীচ থেকে তার পা কেটে ফেললেন। সে তৎক্ষণাৎ নীচে পড়ে গেল। এই সময় যুদ্ধ ভয়ংকর রূপ ধারণ করলো এবং এর গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। মুসলমানগণ পরাজয়ের অবস্থা থেকে বিজয়ের দিকে এগিয়ে গেলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে সারিবদ্ধ যুদ্ধবন্দী না আসা পর্যন্ত তা শেষ হলো না।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু সুফিয়ান ইবনে হারেস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের দিকে তাকালেন। তিনি সেদিন অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে যুদ্ধ করেন। তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান মুসলিম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখলেন, তিনি তার খচ্চরের লাগাম ধরে রেখেছেন। তা দেখে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কে?” তিনি জবাব দিলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার ভাই।”

আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্র বর্ণনা করেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রান্তরের এক দিকে উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহানকে তার স্বামী আবু তালহার সাথে দেখতে পেলেন। তিনি কোমর পেট একটা চাদর দিয়ে জড়িয়ে রেখেছেন। পুত্র আবদুল্লাহ ইবনে আবু তালহা তখন তাঁর গর্ভে। আবু তালহার উট তাঁর সাথে রয়েছে এবং উট ছুটে যাবে এই ভয়ে তার নাকের চুলের রশি শক্ত করে ধরে রেখেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “উম্মে সুলাইম নাকি?” তিনি বললেন, “হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতামাতা আপনার জন্য কুরবান হোক, আপনি যেভাবে হামলাকারী শত্রুদেরকে হত্যা করছেন সেভাবে যারা আপনাকে ছেড়ে পালিয়ে যায় তাদেরকেও হত্যা করুন। কেননা তারা হত্যার যোগ্য।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “হে উম্মে সুলাইম! এ জন্য কি আল্লাহই যথেষ্ট নন?” তখন উম্মে সুলাইমের কাছে একটা খনজর ছিল। আবু তালহা বললেন, “হে উম্মে সুলাইম, খনজর কি জন্য।” উম্মে সুলাইম বললেন, “এটা রেখেছি এ জন্য যে, কোন মুশরিক আমার দিকে এগিয়ে আসতে দুঃসাহস দেখালে এ দ্বারা তার পেট ফেড়ে ফেলবো।” আবু তালহা বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, চোখের ব্যাধি নিয়েও উম্মে সুলাইম কি বলছে শুনেছেন?”

আবু কাতাদাহ (রা) বর্ণনা করেন : হুনাইন যুদ্ধের দিন আমি দেখলাম একজন মুশরিক ও একজন মুসলমান পরস্পরের সাথে যুঝছে। এই সময় আর একজন মুশরিক ঐ মুশরিককে সাহায্যের জন্য এগিয়ে এল। তখন আমি তার ওপর আক্রমণ চালিয়ে তরবারীর আঘাতে তার হাত কেটে ফেললাম। আর হাত দিয়ে সে আমাকে জাপ্টে ধরলো। সে আমাকে কিছুতেই ছাড়ছিলো না বরং মেরে ফেলার উপক্রম করেছিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে অধিক রক্তপাতে দুর্বল হয়ে না পড়লে আমাকে সে মেরেই ফেলতো। সে পড়ে গেলে আমি তাকে হত্যা করলাম। অতঃপর চারদিকে যে যুদ্ধ চলছিল সেজন্য তার দিকে আমি আর দ্রক্ষেপ করতে পারিনি। এই সময় জনৈক মক্কাবাসী এসে তার জিনিসপত্র ছিনিয়ে নিল। যুদ্ধ থেমে যাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করবে তার যাবতীয় জিনিস হত্যাকারী পাবে।” আমি বললাম, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি একজনকে হত্যা করেছি। তার অনেক জিনিসপত্র ছিল। পরে যুদ্ধের প্রচণ্ডতায় আমি আর তার দিকে লক্ষ্য করতে পারিনি। তার জিনিসপত্র কে নিয়েছে জানি না।” মক্কাবাসী একজন বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আবু কাতাদার কথা সত্য। ঐ নিহত ব্যক্তির যাবতীয় জিনিসপত্র আমার কাছে রয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে ওকে আমার সাথে আপোষ করিয়ে দিন।” আবু বাক্র সিদ্দীক (রা) বললেন, “আল্লাহর কসম এ জিনিসপত্রের ব্যাপারে আপোষ চলবে না। তুমি আল্লাহর এক সিংহের কাছে মতলব সিদ্ধ করতে এসেছ- যে আল্লাহর দ্বীনের জন্য লড়াই করে? আর তুমি কিনা তার যুদ্ধলব্ধ জিনিসে ভাগ বসাতে চাও?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আবু বাক্র ঠিকই বলেছে। তুমি আবু কাতাদাকে জিনিসগুলো ফিরিয়ে দাও।”

আবু কাতাদাহ বলেন : অতঃপর আমি ঐ সব জিনিসপত্র সেই মক্কাবাসী লোকটির কাছ থেকে আদায় করে বিক্রি করলাম। আর তার মূল্য দিয়ে ছোট একটা খেজুরের বাগান কিনলাম। এটাই ছিল আমার জীবনে আমার মালিকানাভুক্ত প্রথম সম্পদ।

ইবনে ইসহাক বলেন : হাওয়াযিনরা পরাজিত হওয়ার পর হিসাব নিয়ে দেখতে পেল যে, সাকীফের বনু মালিক গোত্রেরই সর্বাধিক প্রাণহানি ঘটেছে। এ গোত্রের সত্তর জন লোক যুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। নিহতদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল উসমান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে রাবীয়া ইবনে হারেস ইবনে হাবীব। এ গোত্রের সেনাপতি ছিল যুলখিমার। সে নিহত হলে উসমান ইবনে আবদুল্লাহ সেনাপতি হয় এবং সেও নিহত হয়। এ যুদ্ধে মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় ঘটায় পর তারা মালিক ইবনে আওফ সহ তায়েফ চলে যায়। এদের কিছু সৈন্য আওতাসে শিবির স্থাপন করে অবস্থান করতে থাকে। আর কিছু সংখ্যক নাখলার দিকে চলে যায়। নাখলার দিকে যারা গিয়েছিল তাদের মধ্যে সাকীফের বনু গিয়ারা উপগোত্র ছাড়া আর কেউ ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যরা তাদের পিছু ধাওয়া করলো। পার্বত্য অঞ্চলের দিকে যারা গেল তাদের ধাওয়া করলো না। মুশরিক বাহিনীর যে অংশটি আওতাসের দিকে যায় তাদের পিছু ধাওয়া করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু আমের আশয়ারীকে পাঠান। সেখানে তিনি কিছু পরাজিত সৈন্যকে যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ

দেন। একটি তীরে বিদ্ধ হয়ে আবু আমের আশয়ারী শাহাদাত বরণ করেন। অতঃপর তাঁর চাচাতো ভাই আবু মূসা আশয়ারী সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তিনি যুদ্ধ পরিচালনা করে বিজয় লাভ করেন এবং মুশরিকরা পরাজিত হয়।

পরাজয়ের মুখে মালিক ইবনে আওফ স্বগোষ্ঠীয় একদল অশ্বারোহী নিয়ে দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী এক উপত্যকায় অবস্থান করেন। তাদেরকে তিনি বলেন, “দুর্বল লোকেরা চলে যাক। অতঃপর শক্তিশালী লোকেরা আসবে। ততক্ষণ তোমরা এখানে অপেক্ষা কর।” দুর্বল পরাজিত সৈন্যরা চলে যাওয়া পর্যন্ত সে সেখানে অবস্থান করলো।

খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এক মহিলাকে হত্যা করেন। তার লাশের কাছে উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপুল লোক সমাগম দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, “এখানে কি হয়েছে?” সকলে বললো, “খালিদ ইবনে ওয়ালীদ এক মহিলাকে হত্যা করেছেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর এক সহচরকে বললেন, “খালিদের সাথে গিয়ে দেখা কর এবং বল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে শিশু, মহিলা, অথবা দিন মজুর ও দাস দাসীকে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেদিন বলেছিলেন “বনু সা’দ ইবনে বকরের বিজাদকে যদি পাও তবে তাকে পালাতে দিও না।” সে একটা বড় অপরাধ করেছিল। মুসলমানগণ তাকে খেঁফতার করতে সক্ষম হন এবং তাকে সপরিবারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন। তাদের সাথে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধবোন শায়মা বিনতে হারেসকেও নিয়ে আসেন। পথিমধ্যে তার সাথে কিছু রুঢ় ব্যবহার করা হয়। তখন সে বললো, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি আপনার দুধবোন।” তিনি বললেন, “তার প্রমাণ কি?” সে বললো, “যখন আমি আপনাকে আমার উরুর ওপর তুলেছিলাম তখন আপনি আমার পিঠে একটি কামড় দিয়েছিলেন। সেই চিহ্নটি এখনো আছে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামড়ের চিহ্নটি দেখে চিনতে পারলেন। তিনি নিজের চাদর বিছিয়ে তাকে সসম্মানে বসতে দিলেন এবং বললেন, তুমি যদি আমার কাছে থাকা পছন্দ কর তাহলে সসম্মানে থাকতে পার। আর যদি পছন্দ কর যে, তোমাকে কিছু উপঢৌকন দিই এবং তুমি নিজ গোত্রে ফিরে যাবে তাহলে তাও করতে পার।” সে বললো, “আমাকে যা দিতে চান দিয়ে আমার গোত্রের কাছে ফেরত পাঠিয়ে দিন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অনেক কিছু দিয়ে তার কওমের কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

বনু সাদের বর্ণনা অনুসারে তিনি তাকে মাকহুল নামক একটি দাস এবং আর একটি দাসী উপঢৌকন দিয়ে বিদায় দিলেন। শায়মা পরে ঐ দাসদাসীকে পরস্পরের সাথে বিয়ে দেন এবং তাদের বংশধারা বহুদিন পর্যন্ত তাদের মধ্যে চলতে থাকে।

ইবনে হিশাম বলেন :

আল্লাহ তায়ালা হুলাইন যুদ্ধ সম্পর্কে এ আয়াত কয়টি নাযিল করেন,

“আল্লাহ তোমাদেরকে অনেকগুলো রণাঙ্গনে সাহায্য করেছেন। হুলাইনের যুদ্ধের দিনেও করেছেন— যখন তোমরা নিজ সংখ্যাধিক্যের কারণে গর্বিত হয়েছিলে। কিন্তু সে

সংখ্যাধিক্যে তোমাদের কোন লাভ হয়নি। সেদিন বিশাল পৃথিবী তোমাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে পড়েছিল এবং তোমরা পালিয়েছিলে। তারপর আল্লাহ শান্তি ও স্বস্তি আনেন তাঁর রাসূল ও মু'মিনদের প্রতি। আর তার এমন বাহিনী পাঠান যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। আল্লাহ কাফিরদেরকে এভাবে শান্তি দেন। বস্তুতঃ কাফিরদের সমুচিত শান্তি এটাই।” (আত্ তাওবাহ)

ইবনে ইসহাক বলেন : অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে হুলাইনের সমস্ত যুদ্ধবন্দী ও যুদ্ধলব্ধ অর্থ এনে রাখা হয়। মাসউদ ইবনে আমর গিফারীকে গণীমত তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে নিয়োজিত করা হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে গণীমত ও যুদ্ধবন্দীদেরকে জি'রানা নামক স্থানে রাখা হয়।

তায়েফ যুদ্ধ : ৮ম হিজরী সন

বনু সাকীফের পরাজিত বাহিনী তায়েফে গিয়ে নগরীর দ্বার রুদ্ধ করে দেয় এবং পুনরায় লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকে। উরওয়া ইবনে মাসউদ ও গাইলান ইবনে সালামা হুলাইন ও তায়েফের অভিযানে অংশ নেননি। তারা জুরাশে ট্যাংক, কামান ও দবুর জাতীয় যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন।

হুলাইনের বিজয় শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অভিযানে বেরুলেন। এই অভিযান সম্পর্কে কা'ব ইবনে মালিক একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। তার অর্থ হলো— “তিহামা ও খাইবার থেকে আমরা সকল সংশয় দূর করে তরবারীকে বিশ্রাম দিয়েছিলাম। তরবারীগুলোকে আমরা দাওস অথবা সাকীফের যে কোন একটি বেছে নেয়ার অধিকার দিয়েছিলাম। আর সেসব তরবারী যদি কথা বলতো তবে চূড়ান্ত কথাই বলতো। সে তরবারী যদি তোমরা তোমাদের বাসস্থানের আঙিনায় দেখতে না পাও, তাহলে সেক্ষেত্রে আমাদের কেউ (তোমাদেরকে) রক্ষা করতে চাইলেও তার প্রতি আমি মোটেই বন্ধুভাবাপন্ন হবো না। আমরা (তোমাদের) ঘরের ছাদগুলোকে ভেঙ্গে ওয়াজ্জের প্রান্তরে নিয়ে যাবো। ফলে তোমাদের ঘরবাড়ী বিরান হয়ে যাবে।”

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথমে নাখলা ইয়ামানিয়াতে, তারপর কার্বে, তারপর মুলাইহে, তারপর সেখান থেকে লিয়া এলাকার বুহরাতুর রুগাতে গিয়ে উপনীত হলেন এবং সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়ে তাতে নামায পড়লেন। এরপর দাইকা নামক রাস্তা দিয়ে নাখাবে গিয়ে বনু সাকীফের এক ব্যক্তির জমির কাছে ‘ছাদেরা’ নামক কুল গাছের নীচে যাত্রাবিরতি করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই লোকটিকে চরমপত্র দিলেন যে, “এই জায়গা খালি করে দিয়ে সরে যাও, নচেৎ আমরা তোমার দেয়াল ভেঙ্গে গুড়িয়ে দেবো।” লোকটি বেরিয়ে যেতে অস্বীকার করলে তিনি তার দেয়াল ভেঙ্গে দিলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার যাত্রা শুরু করলেন। তায়েফের কাছাকাছি গিয়ে তাঁর স্থাপন করে সৈন্যদের নিয়ে তাতে অবস্থান গ্রহণ করলেন। এইখানে কতিপয় সাহাবী তীরবিদ্ধ হয়ে মারা যান। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যরা তায়েফের দেয়ালের পাশেই অবস্থান

নিয়েছিলেন, তাই নগরের ভেতর থেকে তায়েফবাসীদের নিষ্কিপ্ত তীর তাঁদের ওপর এসে পড়েছিল। তায়েফবাসীরা শহরের দরজা এমনভাবে বন্ধ করে দিয়েছিল যে, মুসলমানগণ তার ভেতরে ঢুকতে পারলো না। তীরবিদ্ধ হয়ে কতিপয় সাহাবী শাহাদাত বরণ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর গোটা বাহিনীকে নিয়ে নগরীর সেই স্থানে স্থাপন করলেন যেখানে আজ তায়েফের মসজিদ অবস্থিত। তিনি তায়েফবাসীকে অবরোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই অভিযানে উম্মে সালামা (রা) সহ দুজন স্ত্রী সহগামিনী হয়েছিলেন। তাঁদের জন্য তিনি গম্বুজ আকৃতির দু'টি ঘর নির্মাণ করে দিলেন। সেই ঘরের মাঝে তিনি নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি সেখানে অবস্থান করতে থাকেন। বনু সাকীফ ইসলাম গ্রহণ করলে আমরা ইবনে উমাইয়া (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামায পড়ার জায়গায় মসজিদ তৈরী করেন। এই মর্মে জনশ্রুতি আছে যে, ঐ মসজিদে একটি যোদ্ধা দল থাকতো। প্রতিদিনই তাদের রণহংকার ও তর্জন গর্জন শোনা যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফবাসীকে অবরোধ করে তীর ধনুক দ্বারা তুমুল যুদ্ধ করলেন।^{৮৩}

তায়েফের প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য যে দিনটি নির্ধারিত করা হয়েছিল সে দিন সমাগত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী একটি ট্যাংকের নীচে ঢুকলেন, অতঃপর তা নিয়ে তায়েফের প্রাচীর ভাঙ্গার জন্য সংঘবদ্ধভাবে অগ্রসর হলেন। বনু সাকীফ গোত্রের লোকরা তাদের ওপর আগুনে পোড়ানো লোহার শেল নিক্ষেপ করতে লাগলো। এতে সাহাবীগণ ট্যাংকের নীচ থেকে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হন। আর যিনিই বের হন তিনিই সাকীফের তীরে বিদ্ধ হন। এভাবে বেশ কিছু সংখ্যক মুসলমান শহীদ হন। এই পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাকীফের বাগান কেটে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সাহাবীগণ তা কেটে ফেলতে শুরু করলেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বনু সাকীফের অবরোধ চলাকালে একদিন আবু বাক্র সিদ্দীক (রা)কে বললেন, “হে আবু বাক্র, আমি স্পষ্ট দেখলাম, আমাকে এক পেয়লা ঘি উপহার দেয়া হয়েছে। একটা মোংগ এসে ঠোকরাতে ঠোকরাতে পেয়লার ঘি টুকু ফেলে দিল।” আবু বাক্র (রা) বললেন, “আমার মনে হয়, আজ আপনি বনু সাকীফকে পরাজিত করতে পারবেন না।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, “আমার ধারণাও তাই।”

একদিন উসমান ইবনে মাযউনের স্ত্রী খুয়াইলা বিনতে হাকীম (রা) বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, আল্লাহ যদি আপনাকে তায়েফবাসীদের ওপর বিজয় দান করেন তাহলে বনু সাকীফের সবচেয়ে অলংকার সজ্জিতা মহিলা বাদিয়া বিনতে গীলান অথবা ফারেগা বিনতে আকীলের অলংকার আমাকে দেবেন।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, “আমাকে যদি বনু সাকীফের ব্যাপারে অনুমতি না দেওয়া হয় তা হলেও?” খুয়াইলা একথা শুনে চলে গেলেন এবং উমার ইবনুল খাত্তাবকে (রা) কথাটা জানালেন। উমার (রা) তৎক্ষণাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

৮৩. ইবনে হিশাম বলেছেন, এই যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামান ব্যবহার করেন। তায়েফবাসীর বিরুদ্ধে তিনি যে কামান ব্যবহার করেন সেটাই ইসলামের প্রথম কামান।

কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ, খুয়াইলা যে কথা আমাকে জানালো তা কি আপনি বলেছেন?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘হাঁ’। উমার (রা) বললেন, “ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, বনু সাকীফের ব্যাপারে অনুমতি কি আপনি পাননি?” তিনি বললেন, ‘না।’ উমার বললেন, “তাহলে কি আমি এখন মুসলমানদেরকে এ স্থান ত্যাগ করার নির্দেশ দেবো?” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, ‘হাঁ।’ উমার (রা) তখন মুসলিম বাহিনীকে যাত্রা করার নির্দেশ দিলেন। যাত্রা শুরু হলে সাঈদ ইবনে উবাইদ আওয়াজ দিলেন, “বনু সাকীফ যেমন ছিল, তেমনই রয়ে গেলো।” উয়াইনা ইবনে হিস্ন বললেন, “হাঁ, আপন মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে (রয়ে গেল)।” জনৈক সাহাবী বললেন, “হে উয়াইনা! মুশরিকরা আল্লাহর রাসূলকে প্রত্যাখ্যান করলো আর তুমি তাদের প্রশংসা করছো? অথচ তুমি এসেছো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষে লড়াই করতে। ধিক্ তোমাকে!” তিনি বললেন, “আসলে আমি তোমাদের পক্ষে বনু সাকীফের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো সে জন্য আসিনি। আমি এসেছি এই উদ্দেশ্যে যে, মুহাম্মাদ তায়েফ জয় করলে আমি বনু সাকীফের একটা মেয়েকে হস্তগত করবো যাতে সেই মেয়ের গর্ভে আমার একটা পুত্র জন্ম নেয়। কারণ বনু সাকীফ অত্যন্ত তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী।”

অবরোধ চলাকালে তায়েফের কিছু সংখ্যক দাস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। তিনি তাদের সবাইকে মুক্ত করে দেন। পরবর্তী সময়ে তায়েফবাসী ইসলাম গ্রহণ করলে তাদের কেউ কেউ ঐ দাসদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবেদন করে। আবেদনকারীদের মধ্যে হারেস ইবনে কালদা ছিলেন অন্যতম। তিনি তাদের ‘না’ সূচক জবাব দেন এবং বলেন, “ওরা আল্লাহর মুক্ত বান্দা। ওদেরকে আবার আমি দাসত্বের নিগড়ে আবদ্ধ করতে পারি না।”

মোট বারোজন সাহাবী তায়েফে শাহাদাত বরণ করেন। তন্মধ্যে সাতজন কুরাইশ, চারজন আনসার এবং একজন বনু লাইস গোত্রের।

যুদ্ধ ও অবরোধ শেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তায়েফ ত্যাগ করলে বুজাইর ইবনে যুহাইর তায়েফ ও হুнайনের বর্ণনা দিয়ে একটি কবিতা আবৃত্তি করেন যার মর্ম হলো—

“হুнайনের প্রান্তরে সমবেত হওয়ার দিনে, আওতাসে সমবেত হওয়ার প্রভাত কালে এবং বিদ্যুত চমকানোর দিন (শেষোক্তটি সম্ভবতঃ তায়েফ) তুমুল যুদ্ধ বেঁধে গিয়েছিল। প্রতারণার মাধ্যমে হাওয়াযিন তার জনতাকে সমবেত করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা নীড়ভ্রষ্ট শতধা বিভক্ত পাখীর মত হলো। আমাদের কোন অবস্থান গ্রহণকেই তারা বাধাগ্রস্ত করতে পারেনি। পেয়েছে শুধু তাদের প্রাচীর ও খন্দকের ভেতরটা ঠেকিয়ে রাখতে। তায়েফবাসী যাতে বেরিয়ে আসে সেজন্য চেষ্টা করলাম, কিন্তু দরজা বন্ধ করে তারা তাদের ঘরে নিরাপদ জায়গায় লুকিয়ে থাকলো। তারা অনুতপ্ত হয়ে একদিন ফিরে যাবে সেই বিশালকায় বাহিনীর কাছে— যে বাহিনী মৃত্যুর দীপ্ত গৌরবে উদ্ভাসিত— যে বাহিনীর সমাবেশে সবুজ আভা পরিস্ফুট। (নাজদের) হাযান পর্বতে যদি তাকে চালিত করা হয় তবে সে পর্বত নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। বনের সিংহরা কাঁটায়ুক্ত ঘাসের ওপর দিয়ে

যেভাবে চলে আমরা সেইভাবে চলি। যেন আমরা দ্রুতগামী ঘোড়া, যা চলার পথে কখনো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায় আবার মিলিত হয়। সব রকমের যুদ্ধবর্মই আমরা পরে থাকি। এসব বর্মই আমাদের দুর্গের কাজ করে- যেমন অগভীর কুয়ার ভেতরে পুঞ্জিভূত বাতাস বেরিয়ে গেলে তা দুর্গের মত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বর্মগুলো এত দীর্ঘ যে তা আমাদের জুতা স্পর্শ করে এবং তা দাউদ আলাইহি সালাম এবং হীরার বাদশাহ আমর ইবনে হিন্দের তৈরী বর্মের মত সুনির্মিত”।



সীরাতে ইবনে হিশাম হতে সংকলিত

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা